জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪

(২০০৪ সনের ৩০ নং আইন)

[৮ ডিসেম্বর, ২০০৪]

(২০০৫ সাল পর্যন্ত সংশোধিত)

জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪

(২০০৪ সনের ৩০ নং আইন)

[৮ ডিসেম্বর, ২০০৪]

সূচিপত্র

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২. সংজ্ঞা

৩. রাজনৈতিক দল এবং জোটওয়ারী নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত

৪. সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টন পদ্ধতি

৫. ভোটার ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত

৬. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

৭. রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, ইত্যাদি

৮. সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৯. মনোনয়নপত্র দাখিল, গ্রহণ, ইত্যাদি

১০. মনোনয়নপত্র বাছাই, আপীল, ইত্যাদি

১১. প্রার্থিতা প্রত্যাহার

১২. প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা, ইত্যাদি

১৩. ব্যালট পেপার

১৪. ভোট গ্রহণ, ইত্যাদি

১৫. গণনার জন্য ব্যালট পেপারগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্যাকেটে হস্তান্তর পদ্ধতি

১৬. কোটা নির্ধারণ

১৭. ভগ্নাংশ অগ্রাহ্য এবং কতিপয় ক্ষেত্রে পরবর্তী পছন্দ আমলে না নেওয়া

১৮. কোটাপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত ঘোষিত

১৯. উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তর পদ্ধতি

২০. সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীকে ভোট গণনা হইতে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি

২১. সর্বশেষ আসন পূরণ পদ্ধতি

২২. কেবল একটি আসন পূরণের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটগণনার পদ্ধতি

২৩. ভোট পুনঃগণনা

২৪. অসমর্থ ভোটারের ভোটদান পদ্ধতি

২৫. জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান

২৬. ফলাফল প্রকাশ

২৭. সংরক্ষিত মহিলা আসনে উপ-নির্বাচন

২৮. আসন বণ্টন ও ভোট গণনার পদ্ধতির নমুনা

২৯. President’s Order No. 155 of 1972 এর কতিপয় বিধানের প্রয়োগ

৩০. বিশেষ বিধান

৩১. বিধি প্রণয়ন

৩২. রহিতকরণ

জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪

(২০০৪ সনের ৩০ নং আইন)

[৮ ডিসেম্বর, ২০০৪]

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বণ্টন এবং বণ্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন৷

যেহেতু সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বণ্টন এবং বণ্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১৷ (১) এই আইন জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে৷

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অনিঃশেষিত ব্যালট পেপার” অর্থ যে ব্যালট পেপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নামের বিপরীতে পরবর্তী পছন্দক্রম লিপিবদ্ধ থাকে সেই ব্যালট পেপার;

(খ) “কোটা” অর্থ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত কোটা;

(গ) ‘গণনা’ অর্থ এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোট গণনা;

(ঘ) “জোট” অর্থ সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টন এবং বণ্টনকৃত আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ৩ এর অধীন গঠিত জোট;

(ঙ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(চ) “নির্বাচন কমিশন” অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ছ) “প্যাকেট” অর্থ কোন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান চিহ্ন ‘১’ সংখ্যা লিপিবদ্ধকৃত ব্যালট পোরগুলির জন্য উক্ত প্রার্থীর নামে পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্যাকেট;

(জ) “প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী” অর্থ যে প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই কিংবা যে প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার বিষয়টি নির্ধারিত হয় নাই;

(ঝ) “বাদ দেওয়া প্রার্থী” অর্থ যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে;

(ঞ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) “ব্যালট পেপার” অর্থ ধারা ১৩ এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যালট পেপার;

(ঠ) “ভোটার” অর্থ সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী কোন সংসদ-সদস্য;

(ড) “ভোটমান” অর্থ ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) তে উল্লিখিত ভোটমান;

(ঢ) “মূলভোট” অর্থ কোন বৈধ ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের চিহ্ন ‘১’ সংখ্যা লিপিবদ্ধকৃত কোন ভোট;

(ণ) “নিঃশেষিত ব্যালট পেপার” অর্থ যে ব্যালট পেপারে-

(অ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নামের বিপরীতে পরবর্তী পছন্দক্রম লিপিবদ্ধ নাই; বা

(আ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী হউক বা না হউক, পরবর্তী পছন্দক্রম হিসাবে একই সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকে এবং গণনার সময় উক্ত পরবর্তী পছন্দক্রম হিসাবে উক্ত সংখ্যাটি আমলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়; বা

(ই) পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থীর নামের বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী হউক বা না হউক, পছন্দ চিহ্নটি ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা না থাকে কিংবা দুই বা ততোধিক পছন্দ চিহ্ন লিপিবদ্ধ থাকে;

(ত) “রাজনৈতিক দল” অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল;

(থ) “সংবিধান” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(দ) “সংসদ” অর্থ জাতীয় সংসদ;

(ধ) “সদস্য” অর্থ সংসদ-সদস্য;

(ন) সাধারণ আসন’ অর্থ কেবলমাত্র মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতীত সংসদের অন্য সকল আসন;

(প) ‘সাব-প্যাকেট’ অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতারত কোন প্রার্থীর জন্য এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত সাব-প্যাকেট;

(ফ) ‘সংরক্ষিত মহিলা আসন’ অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংসদে কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

৩। (১) সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে বিদ্যমান সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৩) কোন নির্দলীয় সদস্য কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান করিলে নির্বাচন কমিশন যোগদানকারী সদস্যকে সংশ্লিষ্ট দল বা জোটের মনোনয়নে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার নাম উক্ত দল বা জোটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৪) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা জোটকে লইয়া পৃথক জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত দল এবং জোটের সকল সদস্য সমন্বয়ে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৫) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট কোন নির্দলীয় সদস্যকে লইয়া পৃথক জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্য সমন্বয়ে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৬) কোন নির্দলীয় সদস্য উপ-ধারা (৩) বা (৫) এর অধীন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান না করিয়া তিনি অন্য কোন নির্দলীয় সদস্যের সহিত একত্রিত হইয়া কোন স্বতন্ত্র নামে নির্দলীয় জোট গঠন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন উক্ত জোটের নামে জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যের জন্য একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে৷

(৭) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান এবং উপ-ধারা (৪), (৫) বা (৬) এর অধীন জোট গঠনের বিষয়টি কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে এবং, ক্ষেত্রমত, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পরবর্তী পনের কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে৷

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান করেন নাই এমন কোন নির্দলীয় সদস্য থাকিলে নির্বাচন কমিশন তাহাদের নাম নির্দলীয় সদস্য তালিকা নামক একটি স্বতন্ত্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং এই তালিকাভুক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি নির্দলীয় জোট গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে৷

(৯) উপ-ধারা (১), বা ক্ষেত্রমত, (২) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে এই ধারার অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকাসমূহ টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবে এবং এই তালিকাসমূহের প্রত্যয়নকৃত কপি সংসদ সচিবালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়ার জন্য সংসদ সচিবের নিকট প্রেরণ করিবে৷

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন প্রকাশিত সকল তালিকা ও উহাদের অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালিকায় কোন প্রকার রদবদল করা যাইবে না, তবে কোন তালিকায় কমিশন কর্তৃক কোন ভুল করা হইয়া থাকিলে কমিশন তাহা সংশোধন করিতে পারিবে৷

৪৷ (১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন কমিশন, ধারা ৩ এর অধীন প্রকাশিত রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের তালিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক তালিকার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী এই ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বণ্টন করিবে৷

ব্যাখ্যা৷- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আসন গণনার ক্ষেত্রে, কোন সদস্য একাধিক সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত হইলে, উক্ত সদস্য যতসংখ্যক আসন হইতে নির্বাচিত হইবেন ততসংখ্যক আসনই গণনা করিতে হইবে৷

(২) এই ধারার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বণ্টনের পর, পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল বা জোটসমূহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের আসন সংখ্যার কোনরূপ পরিবর্তন হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না৷

(৩) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট সংখ্যাকে সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবার পর ভাগফল হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা দ্বারা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যাকে গুণ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেই সংখ্যাই হইবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনতব্য সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা৷

(৪) এই ধারার অধীন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টনের উদ্দেশ্যে আনুপাতিক হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে এবং উক্ত ভগ্নাংশ-

(ক) শূন্য দশমিক পাঁচ বা উহা হইতে বেশী হইলে উক্ত ভগ্নাংশকে পূর্ণ এক সংখ্যা গণনা করিতে হইবে; এবং

(খ) শূন্য দশমিক পাঁচ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে উক্ত ভগ্নাংশকে শূন্য সংখ্যা গণনা করিতে হইবে৷

(৫) আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের পর বণ্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা বেশী হইলে অতিরিক্ত আসন বা আসনসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) অতিরিক্ত আসনের সংখ্যা একটি হইলে, যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোট আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা

করিবার কারণে কোন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসন হইতে উক্ত অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা একাধিক হইলে, কোন্ রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে সংশ্লিষ্ট আসনটি কর্তন করিতে হইবে, তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) অতিরিক্ত আসন সংখ্যা একাধিক হইলে, যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোট আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিবার কারণে কোন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসন হইতে উক্ত আসন কর্তন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে যে রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন হইতে উক্ত ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে কর্তন আরম্ভ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল বা জোটের ভগ্নাংশের পরিমাণ সমান হইলে এবং অতিরিক্ত আসন সংখ্যা উক্তরূপ দল বা জোটের সংখ্যা হইতে কম হইলে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন হইতে কর্তন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের পর বণ্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা কম হইলে, অবশিষ্ট আসন বা আসনসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বণ্টন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা একটি হইলে, উক্ত আসনটি যে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টন করা হইয়াছে সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা একাধিক হইলে, কোন্ রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে উক্ত আসন বণ্টন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা একাধিক হইলে, বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক আসন লাভকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের নিম্নক্রম অনুসারে প্রত্যেকের অনুকূলে একটি করিয়া আসন বণ্টন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন সংখ্যা সমান থাকিলে এবং অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা হইতে কম হইলে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে উক্তরূপ আসন বা আসনসমূহ বণ্টন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা হইতে কম হইলে, অবশিষ্ট আসনগুলি উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে বণ্টন করিবার পর যে আসন বা আসনসমূহ অবশিষ্ট থাকিবে সেই আসন বা আসনসমূহ সর্বাধিক সংরক্ষিত মহিলা আসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টন করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন আসন বণ্টনে ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনার বিষয়ে কোন বিতর্ক দেখা দিলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫। (১) সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ-সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণকারী সকল ব্যক্তি সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে ভোটার হইবেন।

(২) সংসদ সচিবালয়ের সচিব উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সংসদ-সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া শপথ গ্রহণের তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সংসদ সচিবালয়ের সচিবের নিকট হইতে তালিকা প্রাপ্ত হইবার পর নির্বাচন কমিশন তদ্‌নুসারে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটওয়ারী পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবে৷

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ২৩-এর অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের সচিব উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সংসদ-সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন তদ্‌নুসারে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটওয়ারী পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবে৷

(৫) নির্বাচন কমিশন এই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত সংশোধন করতঃ হাল নাগাদ করিতে পারিবে৷

৬৷ (১) নির্বাচন কমিশন সংসদের কোন সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন সম্পন্ন করিবে এবং এই লক্ষ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ এবং ভোট গ্রহণের স্থান ও তারিখ নির্ধারণপূর্বক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে৷

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন) প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য নির্বাচন এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী [১][নব্বই] দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে৷

৭৷ (১) নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করিবে৷

(২) কমিশন তত্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্ণিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কর্মকর্তাগণ রিটার্ণিং অফিসারের তত্বাবধানে কাজ করিবেন এবং রিটার্ণিং অফিসার যে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন সেই দায়িত্ব পালন করিবেন৷

(৩) রিটার্ণিং অফিসার প্রত্যক্ষভাবে ভোট গ্রহণের স্থানে নির্বাচন কার্য পরিচালনা করিবেন এবং এই ব্যাপারে তাহাকে সহকারী রিটার্ণিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ সহায়তা করিবেন৷

৮৷ (১) সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন মহিলা সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন৷

(২) সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোন আইনের অধীন সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার অযোগ্য কোন ব্যক্তি সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন না৷

৯৷ (১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধারা ৪ এর অধীন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী কেবলমাত্র উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনে সেই জোটের সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত কোন প্রার্থীর উক্ত রূপে মনোনীত হইবার প্রয়োজন হইবে না৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত কোন প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং উক্ত দল বা জোটের জন্য একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে৷

(৩) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে কিংবা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের ফরম 'ক'-তে হইতে হইবে এবং উক্ত মনোনয়নপত্র প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থক কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট তাঁর অফিসে অফিস চলাকালীন সময়ে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হইবার যোগ্য কোন মহিলা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী একই সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারিবেন না।

(৬) রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র প্রাপ্ত হইবার পর-

(ক) লিখিতভাবে উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্রে প্রদর্শিত প্রস্তাবক ও সমর্থক ধারা ৫ অনুযায়ী ভোটার কিনা তত্সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন; এবং

(গ) মনোনয়নপত্রে কোন প্রার্থীর নাম বা বর্ণনা সম্পর্কে কোন ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিবার জন্য অনুমতি দিবেন এবং অনুরূপ কোন বর্ণনায় লিখন বা মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি উপেক্ষা করিবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের উপর মনোনয়নপত্র দাখিলকারী হিসাবে প্রার্থী, প্রস্তাবক বা সমর্থকের নাম, প্রাপ্তির তারিখ ও সময় প্রত্যয়ন করিবেন।

(৮) রিটার্নিং অফিসার তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে তত্কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে একটি নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিবেন যাহাতে মনোনয়নপত্রে প্রদর্শিতরূপে প্রার্থী এবং তাহার প্রস্তাবক ও সমর্থকের নামের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৯) এই ধারার অধীন কোন মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে না, যদি-

(ক) ইহা দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নগদ দশ হাজার (১০,০০০) টাকা জমা দেওয়া না হয়; অথবা

(খ) ইহার সহিত প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সরকারী ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে পূর্বোক্ত অর্থ জমা প্রদানের রসিদ সংযুক্ত না করা হয়।

ব্যাখ্যা।- সরকারী ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে উক্তরূপে জমার নিমিত্ত হিসাবের খাত হইবে '৬/১০৫১/০০০০/৮৪৭৩'।

১০। (১) মনোনয়নপত্র বাছাইকালে প্রার্থীগণ, তাহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকগণ হাজির থাকিতে পারিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, স্বীয় উদ্যোগে বা কোন আপত্তির প্রেক্ষিতে, তত্বিবেচনায় উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত তদন্তে তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) কোন প্রার্থী সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন;

(খ) কোন প্রস্তাবক বা সমর্থক সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র দস্তখত করিবার যোগ্য নহেন;

(গ) কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই আইনের কোন বিধান পালন করা হয় নাই;

(ঘ) কোন প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থকের দস্তখত সঠিক দস্তখত নহে; বা

(ঙ) কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত নহেন,

তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৮) এর অধীন গঠিত জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনে নির্বাচনের জন্য কোন প্রার্থীর দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র উক্ত জোট কর্তৃক মনোনীত না হইবার কারণে বাতিল করা যাইবে না।

(৪) কোন একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিটার্নিং অফিসার উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির নহে এমন কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি তৎক্ষণাত্ সংশোধনের জন্য অনুমতি দিবেন।

(৬) রির্টানিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের উপর উক্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিয়া বা বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করিবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৭) কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে, তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে উক্তরূপ বাতিলের তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে নির্বাচন কমিশনের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৮) রিটার্নিং অফিসার বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী কার্যদিবসে তাহার অফিসের দৃশ্যমান কোন জায়গায় টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

১১। (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তাহার দস্তখতকৃত লিখিত নোটিশ দ্বারা তিনি স্বয়ং বা অনুমোদিত কোন এজেন্টের মারফত, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট অর্পণ করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য কোন নোটিশ দেওয়া হইলে উক্ত নোটিশ প্রত্যাহার কিংবা বাতিল করা যাইবে না।

১২। (১) রিটার্নিং অফিসার ধারা ১১ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী কার্যদিবসে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী প্রার্থীদের একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার অফিসের দৃশ্যমান কোন জায়গায় টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসন সংখ্যার সমান বা কম হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন এবং প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত বণ্টনকৃত আসন সংখ্যার অধিক হইলে উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে এই আইন অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের ভোটারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত রাজনৈতিক দলা বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসন সংখ্যার কম হইলে যে কয়টি আসন কম হইবে সেই কয়টি আসন ধারা ৩০ এর অধীন উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে৷

১৩৷ (১) প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটের জন্য পৃথক পৃথক ব্যালট পেপার থাকিবে৷

(২) ব্যালট পেপারে বরাদ্দকৃত প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা বর্ণের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং ব্যালট পেপার দ্বিতীয় তফসিলের ফরম 'খ' তে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হইবে৷

(৩) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের ব্যালট পেপার পাইবেন এবং ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ প্রার্থীদের অনুকূলে ভোট প্রদান করিবেন৷

১৪৷ (১) ভোট গ্রহণ শুরু হইবার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার ভোট অনুষ্ঠিত হইবার স্থানের কোন দৃশ্যমান জায়গায় প্রতীকসহ রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের একটি তালিকা টাঙ্গাইয়া দিবেন৷

(২) রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণ শুরু করিবার পূর্বে ভোট গ্রহণ স্থানে উপস্থিত থাকা প্রার্থীগণ বা তাহাদের প্রস্তাবকগণ কিংবা সমর্থকগণের সম্মুখে প্রথমে নিশ্চিত করিবেন যে, ব্যবহৃতব্য ব্যালট বাক্স বা বাক্সগুলি খালি আছে এবং অতঃপর তিনি ঐগুলিকে সীলগালা করিবেন এবং তাহার টেবিলের উপর রাখিবেন৷

(৩) কোন ভোটার ব্যালট পেপার প্রাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে ভোট প্রদানের জন্য সংরক্ষিত স্থানের দিকে যাইবেন এবং-

(ক) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী তাহার ভোট লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) তাহার ভোট দেখা না যায় এইরূপে ব্যালট পেপার ভাঁজ করিবেন;

(গ) ভাঁজ করা ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে ঢুকাইয়া দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোট গ্রহণ স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবেন৷

(৪) কোন ভোটার ভোট প্রদানের সময়-

(ক) তাহার ব্যালট পেপারে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের নামীয় অংশে তিনি যে প্রার্থীকে প্রথম ভোট দিতে ইচ্ছুক সেই প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের বিপরীতে যথাস্থানে '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া ভোট প্রদান করিবেন; এবং

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিতরূ ভোট প্রদানের পর উক্ত প্রথম ভোটের অতিরিক্ত হিসাবে তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে পরবর্তী পছন্দ নির্ধারণের জন্য তাহাদের নাম ও প্রতীকের বিপরীতে ব্যালট পেপারে যথাস্থানে যথাক্রমে '২', '৩', '৪', '৫' এবং ক্রমানুসারে অন্যান্য সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন৷

(৫) কোন ভোটার যদি অসাবধানতাবশতঃ কোন ব্যালট পেপার এমনভাবে বিনষ্ট করেন যে, ইহা বৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না, তাহা হইলে তিনি রিটার্নিং অফিসারের সন্তোষমত তাহার অসাবধানতা প্রমাণ করিয়া, বিনষ্ট ব্যালট পেপারটি ফেরত দিয়া অন্য একটি ব্যালট পেপার গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিনষ্ট ব্যালট পেপারটি বাতিল করিয়া দিবেন৷

১৫৷ (১) ভোট গ্রহণ স্থানে উপস্থিত থাকা ভোটারগণের ভোট দেওয়া সমাপ্ত হইলে, রিটার্নিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রস্তাবক বা সমর্থকদের সম্মুখে ব্যালট বাক্সগুলি খুলিয়া উহা হইতে সমুদয় ব্যালট পেপার বাহির করিয়া আনিবেন৷

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-ধারা (১) এর অধীন বাহির করা ব্যালট পেপারগুলি রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী পৃথক করিবেন এবং-

(ক) অতঃপর রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সকল ব্যালট পেপার পৃথক পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং উহাদের সংখ্যা পৃথক পৃথক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) অতঃপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা জোটের সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বৈধ ব্যালট পেপারগুলিকে উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারগুলি হইতে পৃথক করিবেন এবং প্রত্যেক বাতিলকৃত ব্যালট পেপারে 'বাতিলকৃত' শব্দটি এবং বাতিলকররে কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(গ) অতঃপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রার্থীদের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারগুলিকে উহাতে যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের বিপরীতে '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হইয়া সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের সেই সকল প্রার্থীদের নামীয় পৃথক পৃথক প্যাকেটে হস্তান্তর করিয়া দিবেন।

(৩) কোন ব্যালট পেপার অবৈধ বলিয়া বাতিল হইবে, যদি ইহাতে-

(ক) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন (official mark) বা রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত না থাকে;

(খ) ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ না থাকে;

(গ) ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যা এবং পরবর্তী পছন্দ চিহ্ন '২', '৩', '৪', '৫' এবং ক্রমানুসারে অন্যান্য সংখ্যা লিপিবদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন লিখা থাকে;

(ঘ) অফিসিয়াল চিহ্ন এবং রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন থাকে বা ইহার সহিত কোন কাগজের টুকরা বা অন্য কোন প্রকারের কোন বস্তু সংযুক্ত থাকে;

(ঙ) কোন প্রার্থীর নামের বিপরীতে একাধিক '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকে;

(চ) কোন প্রার্থীর নামের বিপরীতে লিপিবদ্ধ ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যাটি অস্পষ্ট থাকে;

(ছ) একাধিক প্রার্থীর নামের বিপরীতে '১' সংখ্যাটি লিপিবদ্ধ থাকে;

(৪) কোন ব্যালট পেপার নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সের বাহিরে পাওয়া গেলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, উপ-ধারা (২) এর অধীন পৃথক পৃথক প্যাকেটে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারগুলির সংখ্যা গণনা করিয়া উহা সংশ্লিষ্ট প্যাকেটের উপরে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্যাকেটে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের ভোটমান উক্ত প্রার্থীর হিসাবে জমা করিবেন।

১৬। (১) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত একাধিক শূন্য আসন পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমান ১০০ হইবে এবং কোন প্রার্থী নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট প্রাপ্তির কোটা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসনসমূহে মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সকল বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমানগুলি একত্রে যোগ করিয়া উহাদের সমষ্টি স্থির করিতে হইবে;

(খ) অতঃপর উক্ত দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনের মধ্যে যতগুলি শূন্য আসন পূরণ করিতে হইবে তত সংখ্যার সহিত ১ সংখ্যা যোগ করিয়া এই যোগফল দ্বারা দফা (ক) এর অধীন স্থিরকৃত সমষ্টিকে ভাগ করিতে হইবে; এবং

(গ) অতঃপর দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্ত ভাগফলের সহিত ১ সংখ্যা যোগ করিতে হইবে এবং এইরূপে যোগ করিবার পর যোগফল যে সংখ্যাটি হইবে উহাই হইবে কোটা৷

(২) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত কেবল একটি শূন্য আসন পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমান ১ হইবে এবং উক্ত আসনে কোন প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট প্রাপ্তির কোটা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসনে মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সকল বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমানগুলি একত্রে যোগ করিয়া উহাদের সমষ্টি স্থির করিতে হইবে;

(খ) অতঃপর দফা (ক) এর অধীন স্থিরকৃত সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে; এবং

(গ) অতঃপর দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্ত ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিতে হইবে এবং এইরূপে যোগ করিবার পর যোগফল যে সংখ্যাটি হইবে উহাই হইবে কোটা৷

১৭৷ (১) কোটা নির্ধারণ এবং ভোট গণনাকালে কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার উহা অগ্রাহ্য করিবেন৷

(২) ভোট গণনাকালে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থী কিংবা বাদ দেওয়া প্রার্থীর অনুকূলে কোন ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ পরবর্তী পছন্দ আমলে আনিবেন না৷

১৮৷ কোন প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবেন যদি,-

(ক) উক্ত প্রার্থীর ভোটমান প্রথম গণনায় কোটার সমান বা কোটার অতিরিক্ত হয়; বা

(খ) কোন উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তরের পর উক্ত প্রার্থীর ভোটমান কোটার সমান বা কোটার অতিরিক্ত হয়; বা

(গ) কোন বাদ দেওয়া প্রার্থীর প্যাকেট বা সাব-প্যাকেটের ব্যালট পেপার হস্তান্তর করিবার পর হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের ভোটমান উক্ত প্রার্থীর ভোটমানের সহিত যোগ হইয়া যোগফল কোটার সমান বা কোটার অতিরিক্ত হয়৷

১৯৷ (১) যদি কোন গণনার পর দেখা যায় যে, কোন প্রার্থীর ব্যালট পেপারের ভোটমান কোটা হইতে বেশী, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত ভোটমান এই ধারার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীগণের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারে নির্দেশিত পরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী হস্তান্তর করা হইবে৷

(২) যদি একাধিক প্রার্থীর নামে লিপিবদ্ধ ব্যালট পেপারগুলির ভোটমান উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে যে প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে সেই প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বপ্রথমে হস্তান্তর করা হইবে এবং অতঃপর সংখ্যার ক্রমানুযায়ী অন্য প্রার্থীগণের উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তর করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম গণনার ফলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বপ্রথম হস্তান্তর করিবার পর দ্বিতীয় বা তত্পরবর্তী গণনার ফলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত ভোটমান ক্রমান্বয়ে হস্তান্তর করা হইবে৷

(৩) যদি একই গণনায় একাধিক প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান সমান পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম গণনায় যেই প্রার্থীর ভোটমান সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল তাহার উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বপ্রথমে হস্তান্তর করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পূর্বের সকল গণনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীগণের ভোটমান সমান থাকে, তাহা হইলে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোটমান সর্বপ্রথম হস্তান্তর করা হইবে তাহা রিটার্নিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন৷

(৪) যদি কোন প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান কেবলমাত্র মূলভোট হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীর প্যাকেট হইতে প্রাপ্ত সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং তাহার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ ভোটারগণের পরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী পৃথক সাব-প্যাকেটে বিভক্ত করিবেন এবং নিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে অপর একটি পৃথক সাব-প্যাকেটে রাখিয়া দিবেন৷

(৫) যদি কোন প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান মূলভোট ও হস্তান্তরকৃত ভোটমান হইতে পাওয়া যায় অথবা শুধুমাত্র হস্তান্তরকৃত ভোটমান হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত প্রার্থীর নামে জমাকৃত সর্বশেষ হস্তান্তরকৃত সাব-প্যাকেটের ব্যালট পেপারগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং তাহার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে উহাতে লিপিবদ্ধ ভোটারগণের পরবর্তী পছন্দ অনুযায়ী পৃথক সাব-প্যাকেটে বিভক্ত করিয়া দিবেন৷

(৬) যদি অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সর্বমোট ভোটমান উদ্বৃত্ত ভোটমানের সমান বা কম হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের প্রত্যেক সাব-প্যাকেট ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামে হস্তান্তর করিবেন যাহার পক্ষে ভোটারগণ উক্ত ব্যালট পেপারগুলিতে তাহাদের পরবর্তী পছন্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে প্রার্থীর ভোটের উদ্বৃত্ত ভোটমান উক্তরূপে হস্তান্তরকৃত হয় তিনি ঐ ব্যালট পেপারগুলি যে ভোটমানে পাইয়াছিলেন সেই ভোটমানেই উহা হস্তান্তর করা হইবে৷

(৭) যদি অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলির সর্বমোট ভোটমান উদ্বৃত্ত ভোটমান অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার সাব-প্যাকেট হইতে বাহিরকৃত প্রত্যেক অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোটারের পরবর্তী পছন্দ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাঁহার নামে হস্তান্তর করিবেন এবং যে ভোটমানে উক্ত প্রত্যেক ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইবে সেই ভোটমান উদ্বৃত্ত ভোটমানকে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সর্বমোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া নির্ধারণ করিবেন৷

(৮) প্রত্যেক প্রার্থীর নামে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি সাব-প্যাকেটে রাখিয়া উক্ত প্রার্থীর অন্য ব্যালট পেপারগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইবে৷

(৯) নির্বাচিত প্রার্থীর প্যাকেট ও সাব-প্যাকেটে রক্ষিত যে সকল ব্যালট পেপার এই ধারার বিধান অনুযায়ী হস্তান্তর হয় নাই সেই সকল ব্যালট পেপার চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন ব্যালট পেপার হিসাবে আলাদা করিয়া রাখা হইবে৷

২০৷ (১) যদি কোন ভোট গণনার পর দেখা যায় যে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান নাই এবং উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের এক বা একাধিক আসন তখনও অপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের যে প্রার্থীর ভোটমান সর্বনিম্ন তাহাকে গণনা হইতে বাদ দিবেন এবং ভোটারগণের পরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী তাহার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে সাব-প্যাকেটে ভর্তি করিবেন এবং উক্তরূপ প্রত্যেক সাব-প্যাকেট যাহার অনুকূলে পরবর্তী পছন্দ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার অনুকূলে হস্তান্তর করিবেন৷

(২) বাদ দেওয়া প্রার্থীর মূল ভোটের প্যাকেট সর্বপ্রথম হস্তান্তর করা হইবে এবং উহার প্রত্যেক ব্যালট পেপারের ভোটমান হইবে ১০০৷

(৩) অতঃপর হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের সাব-প্যাকেটসমূহ যে ক্রমে এবং যে ভোটমানে উক্ত প্রার্থী পাইয়াছেন সেইক্রমে এবং সেই ভোটমানে উহা হস্তান্তর করা হইবে৷

(৪) উক্ত প্রত্যেক হস্তান্তর একটি স্বতন্ত্র হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে৷

(৫) যেক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং বাদ দেওয়া প্রার্থীর ব্যালট পেপারের ভোটমান হস্তান্তর হইবার কারণে অন্য একজন প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং উক্ত নির্বাচিত প্রার্থীর কোন ভোটমান উদ্বৃত্ত থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তর করার পরই কেবল অন্য কোন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাদ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হইবে৷

(৬) প্রত্যেক প্যাকেট বা সাব-প্যাকেট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সাব-প্যাকেট প্রস্তুত করা হইবে এবং বাদ দেওয়া প্রার্থী যে মানে উক্ত ব্যালট পেপারগুলি পাইয়াছিলেন সেই মানে উহা আলাদা করিয়া রাখা হইবে।

(৭) যেক্ষেত্রে কোন একজন প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান ভোটমানের অধিকারী হন এবং সর্বনিম্ন ভোটমান প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যেক প্রার্থীর মূল ভোট বিবেচনায় আনা হইবে এবং যে প্রার্থীর মূল ভোটমান সর্বনিম্ন হইবে তাহাকে ভোট গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে, তবে যদি তাহাদের সকলের মূল ভোটমান সমান হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম যে গণনায় তাহাদের ভোটের মান অসম ছিল সেই গণনায় তাহাদের সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৮) যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী সর্বনিম্ন ভোটমান পাইয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রত্যেক গণনায় সমমানের ভোটের অধিকারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন্ প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হইবে তাহা রিটার্ণিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন।

২১। (১) যেক্ষেত্রে কোন গণনার শেষে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর সংখ্যা এবং সেই দলের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে অবশিষ্ট শূন্য আসনের সংখ্যা সমান হয় সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন গণনা শেষে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র একটি আসন শূন্য থাকে এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর ব্যালট পেপারের ভোটমান অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর অহস্তান্তরকৃত উদ্বৃত্ত ভোটমানসহ সকল ব্যালট পেপারের ভোটমানের সমষ্টির চাইতে অধিক হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন গণনা শেষে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র একটি শূন্য আসনের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী থাকে ও উভয়ের ভোটমান সমান হয় এবং তাহাদেরকে হস্তান্তরের জন্য কোন উদ্বৃত্ত না থাকে সেইক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসারকে লটারীতে বিজয়ী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে।

(৪) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে সর্বশেষ শূন্য আসন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের বিধান অনুযায়ী ভোটমান হস্তান্তর বা প্রার্থী বাদ দেওয়া প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং সকল শূন্য আসন পূরণ হইবার পর আর কোন ভোটমান হস্তান্তর করা হইবে না।

২২। কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত কেবল একটি আসন পূরণের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটগণনার পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) প্রথম গণনা কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের যে কোন গণনার শেষে যদি দেখা যায় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যালট পেপারের মোট ভোটমান কোটার সমান বা অধিক হইয়াছে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর সংখ্যা একজন তাহা হইলে উক্ত প্রার্থী নির্বাচিত ঘোষিত হইবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন গণনার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের মধ্যে কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসারকে-

(অ) প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের তালিকা হইতে সর্বাপেক্ষা কম ভোটমান প্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিতে হইবে;

(আ) বাদ দেওয়া প্রার্থীর নামীয় প্যাকেট এবং সাব-প্যাকেটের সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষা শেষে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলি উহাতে লিপিবদ্ধ পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নিকট পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করিয়া ব্যালট পেপারের ভোটমান যোগ করিতে হইবে এবং নিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলি একটি পৃথক সাব-প্যাকেটে রাখিতে হইবে;

(ই) উপ-দফা (আ) তে উল্লিখিতরূপে হস্তান্তরের পর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী কোটা অর্জন করিয়াছেন কিনা তাহা যাচাই করিতে হইবে।

(গ) দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হইলে এবং সকলের প্রাপ্ত ভোটমান সমান হইলে রিটার্নিং অফিসারকে যে প্রার্থী কম সংখ্যক মূল ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত মূল ভোটের সংখ্যা সমান হইলে লটারীতে পরাজিত প্রার্থীকে গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে।

২৩। (১) ভোট গণনাকালে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নিকট ব্যালট পেপার হস্তান্তরের পূর্বে কিংবা বণ্টন সমাপ্তির পর, কোন প্রার্থী কিংবা তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধি, পূর্ববর্তী গণনায় চূড়ান্তগণ্যে পৃথকভাবে রক্ষিত ব্যালট পেপারগুলি ব্যতীত অন্য ব্যালট পেপারগুলি, উদ্বৃত্ত বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারকে পুনঃপরীক্ষা এবং পুনঃগণনার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন পুনঃগণনার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে একই ভোট একাধিকবার পুনঃগণনার জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

(২) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে, পূর্ববর্তী গণনার সঠিকতা নিরূপণের লক্ষ্যে তিনি এক বা একাধিকবার ভোটগুলি পুনঃগণনা করিতে পারিবেন।

২৪। (১) অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব বা অন্য কোন শারীরিক অসমর্থতার কারণে ব্যালট পেপারে ভোটদানের জন্য কোন ভোটারের অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হইলে রিটার্নিং অফিসার একুশ বছরের কম বয়স্ক নয় এইরূপ যে কোন ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার জন্য উক্ত ভোটারকে অনুমতি দিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভোটার ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান চিহ্ন দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলে সহায়তাদানকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ভোটারের নির্দেশিত মতে ব্যালট পেপারে তাহার পক্ষে ভোট প্রদান চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন ভোটারের সহায়তাকারী হইতে পারিবেন না।

(২) সহায়তাকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন ভোটারের পক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার উক্ত সহায়তাকারী ব্যক্তিকে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি কেবল ভোটারের পছন্দ অনুযায়ী ভোট প্রদান চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ভোটারের পছন্দের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিবেন না।

(৩) সহায়তাকারী ব্যক্তি কর্তৃক ভোটারের পক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান চিহ্ন দেওয়া ব্যালট পেপারগুলির জন্য রিটার্নিং অফিসারকে পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৫। রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর স্বাক্ষরিত দরখাস্তের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর জামানতের অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে; অনির্বাচিত প্রার্থীর জামানত ফেরত দেওয়া হইবে না।

২৬। (১) রিটার্নিং অফিসার ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত সকল ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, বিনষ্ট ব্যালট পেপার এবং তত্কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সকল বিবরণী তাহার জিম্মায় রাখিবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী আলাদাভাবে প্রদর্শন করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট বিবরণী প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে নির্বাচনের ফলাফল বিবরণী প্রাপ্ত হইবার পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২৭৷ সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত, অন্য কোন কারণে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন শূন্য হইলে, অনুরূপ শূন্য হইবার পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে উক্ত শূন্য আসনটি পূরণ করিবার জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে উক্ত আসনটি বণ্টন করা হইয়াছিল পূর্বোল্লিখিত আসনটি সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের মনোনীত প্রার্থী বা প্রার্থীগণের মধ্য হইতে উক্ত দল বা জোটের ভোটারগণ কর্তৃক এই আইনের বিধান অনুযায়ী পূরণ করিতে হইবে৷

২৮৷ (১) এই আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে আসন বণ্টনের পদ্ধতির নমুনা প্রথম তফসিলে দেওয়া হইয়াছে৷

(২) এই আইন অনুযায়ী ভোট গণনার পদ্ধতির নমুনা তৃতীয় তফসিলে দেওয়া হইয়াছে৷

২৯৷ The Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এবং এর অধীনে প্রণীত অন্যান্য বিধিমালার বিধানাবলী, এই আইনের সহিত অসমঞ্জস না হইলে, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে৷

৩০৷ (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের-

(ক) সকল আসনে মনোনয়ন পত্র পাওয়া না গেলে; বা

(খ) ভোট গ্রহণকালে উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের সকল ভোটার একযোগে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করিলে; বা

(গ) ভোটারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানানুযায়ী তাহাদের সকল ব্যালট পেপার বাতিল হইলে; বা

(ঘ) ক্ষেত্রে ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে, উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন বা আসনসমূহ সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে৷

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আসন বা আসনসমূহে ধারা ২৬ এর বিধান অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন এই আইনের বিধান অনুসারে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে৷

(৩) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত জোটের সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত কোন প্রার্থীর উক্ত জোট কর্তৃক মনোনীত হইবার প্রয়োজন হইবে না৷

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন মনোনীত কোন প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্য একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে৷

(৫) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে রাজনৈতিক দল এবং জোট নির্বিশেষে সকল ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন৷

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বিশেষে একটি ব্যালট পেপার থাকিবে এবং ব্যালট পেপারে বরাদ্দকৃত প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা বর্ণের ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় তফসিলের ফরম 'গ' তে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে এই আইনের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন ইহাতে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের উল্লেখ নাই বা উহাদের জন্য কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টনের বিধান করা হয় নাই।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টন করা হইবে না এবং সকল রাজনৈতিক দল এবং জোটের সদস্য উক্ত নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩১। নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। The Representation of the People (Seats for Women Members) Order, 1973 (P. O. No. 17 of 1973) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

১ 'নব্বই' শব্দটি 'পঁয়তাল্লিশ' শব্দটির পরিবর্তে জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন (সংশোধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৮ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত